দৈনিক
ইত্তেফাক

23 APR 2008
পৃ - ৫ ... ৬

দখিনের জানালা

শোভাকর

শিক্ষক যখন রাজনৈতিক দলের ক্রীড়নক

ববার দিনভর ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যকার তুমুল
র্ষের খবর পড়ে এক প্রবীণ নাগরিক বললেন সখেদে,
রিজেন্সির মধ্যেও ছাত্র রাজনীতির চেহারা যদি এই হয়,
গেলে না জানি কি হয়! প্রবীণ সুশীল মনের এই শংকা
লক, অর্থহীন বলা যায় না। সেদিনের ঘটনার যে সচিত্র
রণ পত্রিকায় বেরিয়েছে, তা দেখে ও পড়ে
লিতবোধ না করে পারা যায় না। ছাত্রলীগের এক
ীকে পর্যন্ত লাঞ্ছিত হতে হয়েছে ওইদিনের ঘটনায়।
র্থ-সহকর্মীরা সহপাঠিনীর ওপর এইভাবে ঝাঁপিয়ে
তে পারে, ভাবা যায় না। আমাদের সমাজে মা-
নদের অতীতে যেমন, এখনও তেমনই সম্মানের চোখে
া হয়। পথেঘাটে মেয়েদের সাথে কোনো ভদ্রলোক,
নকি রিকশাওয়ালা পর্যন্ত অসৌজন্যমূলক আচরণ
ন না। অথচ, রাজনীতি আমাদের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের
শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে কোথায় নামিয়ে এনেছে?
পাঠিনীর গায়ে প্রকাশ্যে দলবেঁধে হাত তুলতে তাদের
বোধে একটুও বাঁধেনি! কালেকালে না জানি আমাদের
ক্ষয়ের আরও কত কঠিন-করুণ চিত্র প্রত্যক্ষ করতে

বাস্তবিকই ক্যাম্পাসে ছাত্র এবং একশ্রেণীর
কের দলাদলি আজ এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে,
কামী মানুষমাত্রই উদ্বিগ্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণীর
ক পেশাগত অঙ্গীকার এবং আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে
নৈতিক দলের মেঠোকর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। মাঝে
ছাত্র রাজনৈতিক নেতা এবং রাজনৈতিক দলীয়
কদের আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়ে। চৈত্র সংক্রান্তির
সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ সভানেত্রী
হাসিনার মুক্তির দাবিতে ছাত্রলীগের প্রতীক অনশনে
দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক। তারা
ময়ী বক্তৃতাও করেন। তাদের দাবি শেখ হাসিনার
এবং জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার।

ছাত্র সংগঠনের দলীয় কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের
না শিক্ষকের অংশগ্রহণ নৈতিক দিক দিয়ে
নিযোগ্য কিনা, তা এক গুরুতর প্রশ্ন। দেশবাসীর এবং
তন অভিভাবকদের শত নিন্দা-সমালোচনার তোয়াক্কা
রে যে শিক্ষকগণ বছরের পর বছর ধরে রাজনৈতিক
র তল্পিবাহকের ভূমিকা পালন করে আসছেন, তাদের
এই নৈতিক প্রশ্নের জবাব না পাওয়ার সম্ভবনাই
। বিবেককে চোখ না ঠাওরালে নিশ্চয়ই তারা বুঝতে
তন যে, তারা যা করে চলেছেন তা অন্যায়,
তিক। শিক্ষকের মর্যাদা এবং ব্যক্তিত্বের সাথে তা
র্থিক।

ক্যাম্পাসের ভেতরে এবং বাইরে যারা ছাত্র-
কদের রাজনীতির পক্ষে ওকালতি করে থাকেন, তারা
কথায় বলেন যে, এদেশের প্রতিটি সংকটসন্ধিকালে
বিশ্ববিদ্যালয় পালন করেছে ঐতিহাসিক ভূমিকা।
আন্দোলনের সূতিকাগার হিসাবে তারা ঢাবিকে চিহ্নিত করতে চান। এদের আরেকটি যুক্তি এই যে, মানুষমাত্রই রাজনৈতিক প্রাণী। আর মানুষের মধ্যে ছাত্র এবং শিক্ষকরা হচ্ছেন সচেতন অংশ। কাজেই তারা নয়তো, কে রাজনীতি করবেন?

রাজনীতিতে আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ যোগ করার জন্য শিক্ষার সর্বোচ্চ পীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতির প্রবক্তারা ভুলে যান যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের কেন্দ্র, রাজনীতির নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এমন অনেক মহান শিক্ষকের জন্ম দিয়েছে, যারা প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তারা রেখে গিয়েছেন অসাধারণ অবদান। জাতীয় মানস গঠনে, ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশে আমাদের মহান শিক্ষকদের ভূমিকা ভুলে যাবার মত নয়। তাঁদের মনন, মেধা এবং চিন্তার মৌলিকত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষার পরিবর্তে শিক্ষকতার পেশায় টেনে আনা হয়েছে দলীয় রাজনীতি।

> রাজনীতিতে আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ যোগ করার জন্য শিক্ষার সর্বোচ্চ পীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতির প্রবক্তারা ভুলে যান যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের কেন্দ্র, রাজনীতির নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এমন অনেক মহান শিক্ষকের জন্ম দিয়েছে, যারা প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তারা রেখে গিয়েছেন অসাধারণ অবদান। জাতীয় মানস গঠনে, ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশে আমাদের মহান শিক্ষকদের ভূমিকা ভুলে যাবার মত নয়। তাঁদের মনন, মেধা এবং চিন্তার মৌলিকত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষার পরিবর্তে শিক্ষকতার পেশায় টেনে আনা হয়েছে দলীয় রাজনীতি।

রাজনীতি চিন্তা এবং দলীয় রাজনীতির কর্মী হিসাবে দলাদলি-হানাহানি করা এক কথা নয়। এ কথা তো ঠিকই যে, মানুষমাত্রই রাজনৈতিক প্রাণী এবং মানুষের প্রতিটি কাজই কোনো না কোনোভাবে রাজনৈতিক। সে হিসাবে রিকশাওয়ালা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-সবারই রাজনৈতিক চিন্তা থাকতেই পারে। রাজনৈতিক চিন্তার মানে অবশ্য এই নয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তার পেশাগত কর্তব্যের সমস্ত দাবি উপেক্ষা করে রাজনৈতিক দলের স্বার্থে সদাসর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকবেন। শিক্ষকতা পেশার গৌরব সর্বজনস্বীকৃত। শিক্ষার্থীরা তো বটেই, সমাজের সাধারণ মানুষ শিক্ষকের মাথা সবসময় উঁচু দেখতে চান। শিক্ষককে দেখতে চান আদর্শরূপে। ছাত্র-ছাত্রীর কাছে শিক্ষকরাই সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব হওয়া চাই অনুসরণীয়। শিক্ষকদের বলা হয়ে থাকে বিদ্যার্থীদের ফ্রেন্ড, ফিলসফার এবং গাইড।

আমাদের শিক্ষকরা কি ব্যক্তিত্বের সেই দৃঢ়তা, সেই ভাবমূর্তি সবসময় বজায় রাখতে পারেন! এ কথা অনস্বীকার্য যে, সবাই একরকম নন। এখনও এমন অনেক শিক্ষক রয়েছেন, যারা নমস্য। যাদের কথা ও কাজে শ্রদ্ধায় মন ভরে যায়। তাদের সবাই হয়তো খুব বিখ্যাত নন। কিন্তু আছেন তারা শিক্ষার্থীদের হৃদয়জুড়ে। আবার এমন শিক্ষকও আছেন, যারা পেশাটাকে গ্রহণ করেছেন শুধুই অপব্যবহার করার জন্য। শিক্ষকতা পেশার নাম ভাঙিয়ে সুবিধা গ্রহণ করা এবং শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করা ছাড়া এই শিক্ষকরা ভাল কিছু করবার কথা কমই চিন্তা করেন। এদেরই কার্যকলাপের জন্য গোটা শিক্ষক সমাজের ভাবমূর্তি আজ প্রশ্নবিদ্ধ।

আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক যখন ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং পরে আবার যখন পুরনো সুরে কথা বলেন, ভোল পাল্টে ফেলেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় না। শিক্ষকদের কারো মধ্যে যখন এরকম চরিত্র দেখতে পাওয়া যায়, তখন সাধারণ মানুষের কি ধারণা হয় এ পেশা সম্পর্কে?

গত বছরের আগস্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত অনভিপ্রেত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে ২৩ মার্চ। ওই রিপোর্টে নেতা শিক্ষকদের ভূমিকার যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাকে শিক্ষকসুলভ বলা যায় না। কমিশন রাজনৈতিক দলীয় ছাত্র ও শিক্ষক কর্মীদের ভূমিকার প্রেক্ষিতে শিক্ষক ও ছাত্রদের রাজনীতি বন্ধের সুপারিশ করেছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট এবং সুপারিশমালা গভীর চিন্তার উদ্রেক করে। শিক্ষক ও ছাত্রদের রাজনীতি বন্ধের যে সুপারিশ রিপোর্টে করা হয়েছে, তার যথার্থতা অস্বীকার করা যায় না।

সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র সংগঠন হয়েছিলো এই অঙ্গীকারসহ যে, তারা কোনো রাজনৈতিক দলের ক্রীড়াপুত্তলি হিসাবে কাজ করবে না। বরঞ্চ বলা হয়েছিল ছাত্র সংগঠনগুলি শিক্ষার্থীদের দাবি-দাওয়া নিয়ে কথা বলবে, পরিচালনা করবে ছাত্রদের মেধা বিকাশে সহায়তামূলক নানা ধরনের কর্মকাণ্ড। সে অঙ্গীকার থেকে ছাত্র সংগঠনগুলো দূরে, সরে এসেছে অনেক আগেই। আর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি করবার কোনো অবকাশ থাকা উচিত বলে অনেকে মনে করেন না। শিক্ষক সমিতি কোনো ট্রেড ইউনিয়নও নয়, রাজনৈতিক অঙ্গ সংগঠন তো নয়ই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত স্বার্থ দেখাই এই সমিতির প্রধান কাজ। অথচ, একশ্রেণীর শিক্ষক পেশাগত সমিতিকে রাজনৈতিক দলের ক্রীড়নকে পরিণত করতে চান। দলীয় রাজনীতির কাদাজল মাখিয়ে এরা শিক্ষক সমিতির মহত্ত্বকে ম্লান করতে তৎপর বলেই মনে হয়। এই শ্রেণীটি সম্পর্কে সর্বাগ্রে শিক্ষকদেরই সজাগ হওয়া উচিত। আর, ওই বিভ্রান্ত এবং দলান্ধ শিক্ষকদেরও বোধোদয় অত্যাবশ্যকীয়। শিক্ষকদের প্রত্যেকেরই মনেপ্রাণে শিক্ষক হতে হবে। কথায় ও কাজে তার প্রতিফলনও থাকা বাঞ্ছনীয়। আস্তিন গুটানো মেঠো বক্তৃতা কোনো শিক্ষকের কাজ নয়। তাঁদের কারো কাছ থেকে আমরা রাজনীতির মেঠো বক্তৃতা শুনতে চাই না।